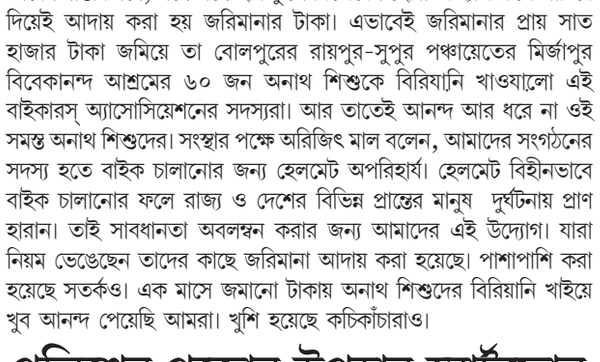

অশোকের কটাক্ষ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ আগস্ট ঃ করোনা পরিস্থিতির জন্য পিছিয়ে গেছে পৌর নির্বাচন এবং তার দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রাক্তন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেবকে যার মেয়াদ এক বছরের এবং কিছুদিন আগেই সেই মেয়াদ শেষ হয়েছে তা সত্ত্বেও এখনো পৌরনিগমের সেই পদে নিযুক্ত রয়েছে গৌতম দেব। এই অভিযোগ নিয়ে সোমবার শিলিগুড়ি বামফ্রন্ট এর কার্যালয় একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন পৌরনিগমের প্রাক্তন মেয়র তথা সিপিআইএমের নেতা অশোক ভট্টাচার্য, এছাড়া সেখানে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএমের আহবাহ জীবেশ সরকার সহ অন্যান্য নেতারা। তাদের দাবি অবিলম্বে পৌর নির্বাচন না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুমকি দেয় অশোক ভট্টাচার্য। এছাড়া সরকারি নিয়োজিত প্রশাসকের কাজ ও শহরের উন্নয়ন যে হয়েছে এ নিয়ে সমালোচনা করতে গিয়ে অশোক বাবুর সময়ের উন্নয়নের ধারাকে নাম বদল করে নিজেদের সুনাম খাটাছে নতুন শিলিগুড়ি পৌর নিগমের প্রশাসক মন্ডলী এই কথাই জানান আশোক ভট্টাচর্য্য। পাশাপাশি দার্জিলিং হিমালয়ান রেলকে বেসরকারি করণের বিরুদ্ধে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন বাম নেতা।

শিক্ষারত্ন রুনা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩০ আগস্ট ঃ এ বছরের শিক্ষারত্ন সম্মানে ভুষিত হতে চলেছেন মাদারিহাট উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কাজী রুনা লায়লা। দীর্ঘ কর্মজীবনের স্বীকৃতি পেয়ে খুবই খুশি রুনা। মাদারিহাটের খয়েরবাড়িতে জন্ম রুনার। সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছেন তিনি। কোচবিহারের মহিলা মহাবিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন তিনি। তারপর পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষা সম্পন্ন করেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিক্ষা শেষ করে শিক্ষিকা হিসেবে প্রথম কাজে যোগ দেন কালচিনি ইউনিয়ন একাডেমি ফর গার্লস হাই স্কুলে। তারপর বিরপাড়া এবং বর্তমানে তিনি মাদারিহাট উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ে ২০১৯ শে প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি কবিতা , ছোট গল্পও লেখেন। এলাকার বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন তিনি । তিনি মনে করেন শিক্ষকতা শুধু একটি পেশা নয়, তার অনেক ঊর্ধে। শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারিগর ।তিনি এও মনে করেন বর্তমানে শিক্ষকদের একাংশ শিক্ষকতাকে শুধু পেশা হিসেবেই দেখছেন, এবং তাদের পেশার মধ্যে পেশাদারিত্বও নেই। এইভাবে সমাজের উন্নতি সাধন সম্ভাব নয়।

বন্ধ ফ্লাইওভার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ আগস্ট ঃ একদিকে যখন তৈরি হয়নি রেলের আন্ডারপাস। তখনই স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য এক মাসের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ফ্লাইওভার। দুয়ের সাঁড়াশি চাপে নাকাল সাধারণ মানুষ। প্রাণ হাতে নিয়ে পেরোতে হচ্ছে রেললাইন। এই ছবি ধরা পড়েছে মালদা শহরে রথবাড়িতে। উল্লেখ্য ইংরেজবাজার শহরের রথবাড়ি রেলওয়ে আন্ডারপাসের প্রায় দেড় বছর ধরে কাজ চলছে এখনো অবধি তা শেষ হয়নি। রেললাইনের ওপারে ইংরেজবাজার পৌরসভার ২৪, ২৫, ২৮, ২৯ নাম্বার ওয়ার্ড। পাশাপাশি অমৃতি, শোভানগর, মানিকচক এলাকার মানুষের বসবাস রয়েছে। একমাত্র মাধ্যম ছিল চলাফেরার ক্ষেত্রে রথবাড়ি ফ্লাইওভার। রেলের আন্ডারপাস কাজ দেড় বছর ধরে চলছে। মানুষ ফ্লাইওভার দিয়ে চলাফেরা করত। কিন্তু আগস্টের ২৫ তারিখ থেকে জেলা প্রশাসন ফ্লাইওভারের সংস্কারের জন্য যান চলাচল নিষিদ্ধ করেছে।

উপাচার্যর আবাসনে ফেস্টুন টাঙানো নিয়ে বাঁধল ধুন্ধুমার

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৩০ আগস্ট ঃ তিনদিন পরেও ছাত্রদের হাতে ঘেরাও হয়ে রইলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। এদিনও উপাচার্যের বাসভবনের সামনে ম্যারাপ বেঁধে চলছে ছাত্র বিক্ষোভ। সেই সঙ্গে এদিন উপাচার্যের বিরুদ্ধে পথে নেমে বিক্ষোভ দেখালো বিশ্বভারতী ছাত্র সংগঠন। তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে সমর্থন দিলেন বিশ্বভারতীর অধ্যাপকদের সংগঠন, শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকেরা ও বোলপুর শহরের বাসিন্দারা। তবে সেই ঘটনাতেই উপাচার্যের বাসভবনের সামনে একটি ব্যানার টাঙাতে গিয়ে নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। দু'পক্ষের বচসায় রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে উপাচার্যের বাসভবন চত্বর। উপচার্যের বিরুদ্ধে এসএফআই আগেই আন্দোলন শুরু করেছে। এমনকি ৩ দিন ধরে তাঁদের ধর্না চলছে উপাচার্যের বাড়ির সামনে। সেই আন্দোলনকে সমর্থন জানাতেই এদিন শান্তিনিকেতনের বকুলতলা মোড় থেকে একটি মিছিল বের করে গণতান্ত্রিক নাগরিক মঞ্চ। সেই মিছিলে বিশ্বভারতীর পড়ুয়ারা, শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকেরা, বোলপুর শহরের বাসিন্দারা, বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সংগঠনের সদস্যরা সামিল হন ও এই আন্দোলনকে সমর্থন জানান। সেই মিছিলই উপাচার্যের বাসভবন 'পূর্বিতা'র সামনে এসে সেই বাড়ির গেটে ব্যানার লাগাতে যায়। আর তখনই বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে নিরাপত্তাকর্মীরা। শুরু হয় উভয়পক্ষের ধ্বস্তাধস্তি। এরপরেই উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও করেন বিক্ষোভকারীরা। আন্দোলনরত পড়ুয়াদের হাতে ছিল প্ল্যাকার্ড। তাতে লেখা, 'তালিবান উপাচার্য দূর হটো'। সন্দেহ নেই কেন এই তালিবান প্রসঙ্গে এখানে টানা হয়েছে। বিশ্বভারতীর প্রায় ১২ জন অধ্যাপক-অধ্যাপিকাকে ইতিমধ্যেই সাসপেন্ড করা হয়েছে। একইসঙ্গে তিন পড়ুয়াকে ৩ বছরের জন্য বহিস্কার করা হয়েছে। বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর এই যথেচ্ছাচারিতাই এদিনের আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরি করে দিয়েছে। উপাচার্য পড়ুয়াদের বহিস্কারের সিদ্ধান্ত বদল না করলে যে আন্দোলন জারি থাকবে তা এদিন আবারও জানিয়ে দিয়েছে আন্দোলনকারীরা। আর সেই আশঙ্কার জেরেই অশান্তির আঁটসাঁট নিরাপত্তায় মুড়েছে উপাচার্যের বাসভবন। 'পূর্বিতা'র আশেপাশে লাগানো হয়েছে সিসিটিভিও। আগে ৯টি সিসিটিভি লাগানো হয়েছিল। শনিবার আরও ৯টি লাগানো হয়েছে। তারপরেও অবশ্য বিক্ষোভ ঠেকানো যাচ্ছে না। বরঞ্চ রাজ্য জুড়ে শিক্ষামহলে বিদ্যুতের সীমাহীন ঔদ্ধত্যকে এখন কড়া ভাষায় নিন্দা করা হচ্ছে। শিক্ষাবীদ মীরাতুন নাহার জানিয়েছেন, 'বিশ্বভারতীতে এই ধরনের ঘটনা অনাকাঙ্খিত। এসব বাদ দিলেও, কেবল যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবেই বিচার করা হয়, তাহলেও উপাচার্যের দায়িত্ব অনেক বেশি। কিন্তু সেই উপাচার্যকে ঘিরেই অসন্তোষ অনেক দিনের। নানাভাবে অসন্তোষ, অভিযোগ সামনে আসছে। তিনি পড়ুয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ মানছেন না। একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের হয়েই তাঁকে দায়িত্ব পালন করতে দেখা যাচ্ছে। গোলোযোগ সেখানেই।'

সচেতনতার পাঠে বাইক আরোহীরা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৩০ আগস্ট ঃ হেলমেট পড়ে বাইক না চালালে ট্রাফিক পুলিশ বড়জোর ফাইন করতে পারেন। সমাজতো পাল্টাতে পারবেন না, যতক্ষণ না মানুষ নিজেকে বদলাবেন। তাই শুধু পুলিশ নয়, নিজেদের এগিয়ে আসতে হবে। তাহলে একদিন পুলিশের দরকার পড়বে না। পথ নিরাপত্তা রক্ষা করা নাগরিকের নিজস্ব পালনীয় কর্তব্য। এবার সেই ফাইনের পথেই এগোলো জেলার বাইকার্স অ্যাসোসিয়েশন। হেলমেটহীন নিজ সদস্যদের জরিমানার অর্থে অনাথ শিশুদের বিরিয়ানি খাওয়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে অ্যাসোসিয়েশন। পুরো নাম বাইকার অ্যাসোসিয়েশন-ডেভিল ক্রাশার বাইকার্স অ্যাসোসিয়েশন। শুধু শুধু রোমিও বাইক চালানো নয়। সমাজের বিভিন্ন কাজে নিজেদের জড়িয়ে রাখার উদ্দেশ্যে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের বাইক চালকরা গড়ে তোলেন এই বাইকার্স অ্যাসোসিয়েশন। বোলপুর, শান্তিনিকেতন, ইলামবাজার, সাঁইথিয়া, মহম্মদবাজার, সিউড়ি, রাজনগর, দুবরাজপুর, রামপুরহাট, সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তের বাইক চালকেরা এই অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য। বাইক চালালে হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক, এটা এই সংগঠনের বেশ কড়া আইন। নিয়ম ভাঙলেই সদস্যদের গুনতে হবে জরিমানা। হেলমেট না পড়ে ধরা পড়লে দলের সাধারণ সদস্যদের ১০০ টাকা, পরিচালন সমিতির সদস্যদের ২৫০ টাকা ও সংস্থার নেতৃস্থানীয়রা হেলমেট ছাড়া ধরা পড়লে গুনতে হবে ৫০০ টাকা। এভাবেই নিয়মই কড়া ভাবে পালন করা হয়। যারা নিয়ম ভেঙেছেন তাদের রাস্তায় ধরে, সঙ্গে সঙ্গে ছবি তুলে নিজেদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পাঠিয়ে দিয়েই আদায় করা হয় জরিমানার টাকা। এভাবেই জরিমানার প্রায় সাত হাজার টাকা জমিয়ে তা বোলপুরের রায়পুর-সুপুর পঞ্চায়েতের মির্জাপুর বিবেকানন্দ আশ্রমের ৬০ জন অনাথ শিশুকে বিরিয়ানি খাওয়ালো এই বাইকারস্ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। আর তাতেই আনন্দ আর ধরে না ওই সমস্ত অনাথ শিশুদের। সংস্থার পক্ষে অরিজিৎ মাল বলেন, আমাদের সংগঠনের সদস্য হতে বাইক চালানোর জন্য হেলমেট অপরিহার্য। হেলমেট বিহীনভাবে বাইক চালানোর ফলে রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। তাই সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য আমাদের এই উদ্যোগ। যারা নিয়ম ভেঙেছেন তাদের কাছে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। পাশাপাশি করা হয়েছে সতর্কও। এক মাসে জমানো টাকায় অনাথ শিশুদের বিরিয়ানি খাইয়ে খুব আনন্দ পেয়েছি আমরা। খুশি হয়েছে কচিকাঁচারাও।

পুলিশের পুজোর উপহার স্মার্টফোন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ আগস্ট ঃ দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পুজোর উপহার স্বরুপ স্মার্টফোন তুলে দিয়ে নজর কাড়ল পুলিশ। অনলাইন পাঠক্রমের প্রসার ঘটাতে উদ্যোগী হল পুলিশ প্রশাসন। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের উদ্যোগে দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরন করা হল স্মার্টফোন। এবার পুলিশের মানবিক মুখ দেখল পড়ুয়ারা। গত দেড় বছর ধরে করোনা পরিস্থিতির জন্য বন্ধ রয়েছে সমস্ত স্কুল। এর ফলে অনলাইনের মাধ্যমে চলছে পড়াশোনা। অনলাইনে পড়াশোনার জন্য প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীরই স্মার্ট মোবাইল ফোন কিংবা ট্যাবের প্রয়োজন। দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই তাদের হাতে ট্যাব তুলে দিয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছিল দশম শ্রেণির নীচে আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া যে পড়ুয়ারা রয়েছে তারা স্মার্টফোন কিনতে না পাড়ায় পড়াশুনা থেকে পিছিয়ে যাচ্ছিল। সেই সমস্যা কাটাতে উদ্যোগী হল জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ প্রশাসন। সোমবার বিকেলে জলপাইগুড়ির পুলিশ লাইনে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্মার্ট মোবাইল ফোনগুলো বিতরণ করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের অনগ্রসর শ্রেনী কল্যাণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক, রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার দেবর্ষি দত্ত সহ বিভিন্ন ব্যক্তিত্বরা।

আত্মঘাতী দম্পতি

দুরন্ত বার্তা , কুশমণ্ডি, ৩০ আগস্ট ঃ ঋণের দায়ে কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হল এক দম্পতি। সোমবার সন্ধ্যায় চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডির জেলার বাদবিকর এলাকায়। বিষয়টি জানাজানি হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় কুশমণ্ডি থানার পুলিশ। পরে দেহ দুটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ। এদিকে ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম সত্যেন সরকার (৬০)। তুফানী সরকার (৫৪)। সত্যেনবাবু পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও দুই মেয়ে রয়েছে। তাদের বিয়ে অনেক দিন আগেই হয়েছে। এদিকে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার পর একরকম সর্বস্বান্ত হয়ে. পড়েছিলেন ওই দম্পতি। অবশেষে সংসার চালাতে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। ঋণ নেওয়ার পর সেই টাকা পরিশোধ করতে পারছিলেন না। এনিয়ে ওই দম্পতি মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এদিকে করোনার জন্য লকডাউন লাগু হওয়ায় কাজও পাচ্ছিলেন না। এমতবস্থায় ঋণ পরিশোধ করা এক রকম দায় হয়ে পড়েছিল। অবশেষে মানসিক অবসাদ থেকে কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হলেন ওই সরকার দম্পতি। সোমবার সন্ধ্যায় এই ঘটনার জেরে মুহূর্তে শোরগোল পড়ে যায় কুশমণ্ডি ব্লকের মালিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বাদবিকর গ্রামে। খবর পেয়ে. ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কুশমণ্ডি থানার পুলিশ। এদিকে ওই দম্পতিকে কুশমণ্ডি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা প্রাথমিক পরীক্ষার পর মৃত বলে ঘোষণা করেন দু'জনকেই। এদিকে এবিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে আত্মীয়দের দাবি, সংসার চালাতে ব্যাঙ্ক থেকে কয়েক লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন ওই দম্পতি। সেই ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় দীর্ঘদিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন ওই দম্পতি। সেই কারণেই হয়তো এই ঘটনা ঘটিয়েছেন বলেই প্রাথমিক অনুমান। এদিকে কুশমণ্ডি থানার পুলিশ দেহ দুটি উদ্ধার করার পাশাপাশি মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কি তার তদন্ত শুরু করেছে কুশমণ্ডি থানার পুলিশ।

আধার জালিয়াতি

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩০ আগস্ট ঃ আধার কার্ড করিয়ে দেওয়ার নামে টাকা তোলার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের ছাত্র যুব সংগঠনের বিরুদ্ধে। এনিয়ে উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। বিষয়টি পুলিশকে খতিয়ে দেখতে বললেন বিডিও। ঘটনা পূর্ব বর্ধমানের কালনা-২ ব্লকের সাতগাছিয়া এলাকায়। সাতগাছিয়ার শাসপুরে স্থানীয়দের দাবি, সাতগাছিয়া খেলার মাঠ সংলগ্ন তৃণমূল ছাত্র যুব সংগঠনের একটি কার্যালয় থেকে আধার কার্ড করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর জন্য নেওয়া হচ্ছে ৫০০ টাকা। অভিযাগ, বাপ্পা দাস নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বেই ওই কাজ হচ্ছিল। উল্লেখ্য, ওই পার্টি অফিসের দায়িত্ব রয়েছেন সাতগাছিয়া অঞ্চলের তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দাস। তিনি জানান, গতকাল পার্টি অফিসে তালা দেওয়া ছিল না। সকালে এলাকার কিছু গরিব মানুষে আধার কার্ড করে দেওয়ার জন্য আসেন বাপ্পা দত্ত। পার্টি অফিসে কোনও টাকার লেনদেন হয়নি। যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা ভুয়ো।

পুরোহিত ভাতার দাবীতে আন্দোলন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ আগস্ট ঃ আগে সরকারি ভাতা, তারপর দুর্গাপুজো , এই দাবিকে সামনে রেখে আগামী দিনে আন্দোলনের দিকে নামতে চলেছেন বঙ্গীয় পুরোহিত সভার মালদা শাখার সদস্যরা। সোমবার সকালে ইংরেজবাজার শহরের পুরাটুলি এলাকার নিজেদের শাখা অফিসে বসেই এই কথা জানান সভার সদস্যরা। ভাতার পাশাপাশি তাদের আরো বেশ কিছু দাবি যেমন স্বাস্থ্য সাথী কার্ড, জেলায় সংস্কৃত শিক্ষাঙ্গন গড়ে তোলা, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পুরোহিত সমাজের সন্তানদেরকে আরো স্থান দেওয়া, বিপিএল ভাবে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি করা। বঙ্গীয় পুরোহিত সভা মালদা শাখার যুগ্ম সম্পাদক চিত্তরঞ্জন আচার্য্য জানিয়েছেন, ২০২০ সালে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর তিন মাসের ৩ হাজার টাকা আমাদের জেলার কিছু পুরোহিত পেয়েছিল। তারপর থেকে আর কোন ভাতা দেওয়া হয় নি। সরকারের পক্ষে থেকে। আমাদের জেলায় পুরোহিতের সংখ্যা সাত হাজার সেখানে জেলায় এখনো পর্যন্ত ৭০০ পুরোহিত ভাতা পেয়েছে । মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের এই আবেদন থাকবে যে আপনি বৈমাত্রিক সুলভ মনোভাব ত্যাগ করে আমাদের সকলকেই এবং দুঃস্থ পুরোহিত আপনি নির্বাচিত করুন। যেন তাদেরকে এই এক হাজার টাকা করে মাসিক ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করবেন। দুই হাজার কুড়ি সালের অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর এই তিন মাসে পেয়েছিলাম আর কোন অনুদান পাইনি। আজকে আমাদের আলোচনা হলো, আমরা দিন পনেরোর মধ্যে জেলার সকল পুরোহিত সংঘবদ্ধভাবে ডিএম সাহেবের মাধ্যম দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমরা একটি স্মারকলিপি দেব। যেন তিনি আমাদের এই দুঃসময়ে এবং করোনা আবহে আমাদের পাশে দাঁড়ান। আর মুখ্যমন্ত্রী আমাদের এই বিষয়ে কোন গুরুত্ব না দিলে আমাদের আবেদনকে যদি প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আসন্ন শারদীয় দুর্গাপুজা এবং দীপাবলি কালী পুজো আমরা বন্ধ করে দেব। আমরা যদি দুর্গাপুজো বন্ধ করে দিয়ে অন্য কাজে যুক্ত হই তাহলে আমাদের সংসার সচল ভাবে চলতে পারবে।

সিবিআইয়ের সামনে ক্ষোভ প্রকাশ পরিবারের

পুলিশ আধিকারিককে ঢুকতে বাধা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৩০ আগস্ট ঃ শান্তিনিকেতন থানার ওসি দেবাশীষ পন্ডিতকে নির্যাতিতার বাড়িতে ঢুকতে বাধা দিল পরিবার। শুধু তাই নয়, সিবিআই অফিসারদের সামনে ক্ষোভ উগড়ে দিল পরিবার। পরিবারের আপত্তিতে ধর্ষিতার বাড়িতে পুলিশ আধিকারিক প্রথমে ঢুকতে না পেলেও, পরে সিবিআই অফিসাররা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে নেন। সংবাদমাধ্যমকে দেবাশীষ পন্ডিত জানান, তদন্তকারী সিবিআই আধিকারিকেরা তদন্তের গতি প্রকৃতি জানতে খোঁজখবর নিয়েছেন এবং এটা স্বাভাবিক যে সিবিআই যখন তদন্ত করবেন তখন জেলা পুলিশের কারো থাকার কথা না। সেটাই হয়েছে। এখানে বিতর্কের কিছু নেই। উল্লেখ্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে কলকাতা উচ্চ আদালতের নির্দেশে নির্বাচনপরবর্তী হিংসা তদন্তে গত শনিবার থেকে বীরভূম জেলাতে থেকে একের পর এক তদন্ত করে চলেছে সিবিআইয়ের তদন্তকারী টিম। সোমবার সকাল ৯টা নাগাদ ওই টিম শান্তিনিকেতন থানায় গিয়ে পৌঁছায়। তারা দীর্ঘক্ষণ শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলার পর কঙ্কালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর নারায়ণপুর এলাকায় যান। নির্বাচনের ফল বেরোনোর পর সেখানে এক বিজেপি সমর্থককে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল। তারই তদন্তে সিবিআই টিম গিয়ে পৌঁছায় নির্যাতিতার পরিবারের বাড়িতে। সিবিআই তদন্তকারী টিম নির্যাতিতার বাড়িতে ঢোকার সময় শান্তিনিকেতন থানার ওসি দেবাশীষ পন্ডিত তাদের সঙ্গে বাড়ির ভিতর ঢুকতে যান। তখনই ক্ষোভ উগরে দেয় পরিবারের সদস্যরা। তারা ওই আধিকারিককে বাড়িতে ঢুকতে বাধা দেন। তাঁরা চিৎকার করে বলেন, আপনাদের জন্যই আমরা কষ্ট ভোগ করছি। এরপর আর ওই আধিকারিক বাড়িতে ঢোকেননি। পরে বাড়ির লোকেদের সঙ্গে কথা বলার মাঝেই ওই আধিকারিককে ভিতরে ডেকে নেন সিবিআই আধিকারিকেরা। তাকে বেশ কিছু প্রশ্ন করেন। নির্যাতিতার বাড়িতে প্রতিটি সদস্যের কথাও শোনেন।

মোবাইল ফেরত

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ আগস্ট ঃ চুরি হওয়া এবং হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিলো পুখুরিয়া থানার পুলিশ। সোমবার সকালে আদালতের নির্দেশ মেনে এই উদ্যোগ নেয় পুলিশ। উল্লেখ্য, বিভিন্ন সময়ে খোওয়া যাওয়া ২২টি মোবাইল ফোন ও একটি নোট ট্যাব উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল পুখুরিয়া থানার পুলিশ। সোমবার থানা থেকে জিনিসগুলি প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। খোওয়া যাওয়া সামগ্রী ফিরে পেয়ে খুশি মালিকরাও ধন্যবাদ জানান জেলা পুলিশকে। পুখুরিয়া থানার ওসি গৌতম চৌধুরী বলেন, জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং পুখুরিয়া থানার সহযোগিতায় বিভিন্ন সময়ে এই থানা এলাকা থেকে হারিয়ে যাওয়া ২২টি মোবাইল ও একটি ট্যাব উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হল।

টি স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড

CIN : L63040WB1986PLC040796

রেজি. অফিস ঃ ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১

ই-মেলঃ complianceofficer@tspritualworld.com,

ওয়েবসাইটঃ www.tspritualworld.com

৩৫ তম বার্ষিক সাধারন সভা, ই-ভোটিং এবং বুক ক্লোজার বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা যায় পয়ত্রিশ (৩৫ তম) বার্ষিক সাধারন সভা (এজিএম) কোম্পানির অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১ বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় আইএসটি, ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) বানিজ্যিক আলোচনায় যা উল্লেখ রয়েছে এজিএম নোটিসে। অনুসারী হিসাবে বানিজ্য বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) দ্বারা জারি সাধারণ সার্কুলার তারিখ তারিখ ৮এপ্রিল, ২০২০, ১৩এপ্রিল, ২০২০, ০৫ মে, ২০২০, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ এবং ১৩ জানুয়ারি, ২০২১ (সংযুক্তভাবে এমসিএ সার্কুলার) এবং সেবি সার্কুলার তারিখ ১২মে, ২০২০ এবং ১৫ জানুয়ারি, ২০২১ **কোম্পানি প্রেরণ করেছে ৩৫তম এজিএম নোটিস সঙ্গে বার্ষিক ফলাফল আর্থিক বছর** ২০২০-২০২১ ১৮.০৮.২০২১ তারিখে, ইলেকট্রনিক মোডে সেই সদস্যদের যাদের ই-মেল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানি বা রেজিস্টার ও ট্রান্সফার এজেন্ট এবং ডিপোসিটারিতে। এজিএম নোটিসের ফিজিক্যাল কপি প্রেরণ স্থগিত রয়েছে এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার মোতাবেক।

২. কোম্পানির বার্ষিক ফলাফল ২০২০-২০২১, ইন্টার-আলিয়া, সঙ্গে নোটিস এবং বিস্তারিত বিবরণী ৩৫তম এজিএম-এর পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.tspiritualworld.com বিএসই ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে-www.bseindia.com and www.cse-india.com। একই কপি পাওয়া যাবে সেন্ট্রাল ডিপোসিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইটে-https://www.evotingindia.com/।

৩. অনুসারী হিসাবে ধারা ১০৮ কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা, ২০১৪ সংশোধনী সময় সময়, এবং ধারা ৪৪ সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫, কোম্পানি সদস্যদের প্রদান করছে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা এজিএম চলাকালীন এবং তার পূর্বে ব্যবসায়িক আলোচনার জন্য এজিএমে এবং এই ক্ষেত্রে, কোম্পানি নিযুক্ত করেছে সিডিএসএল-কে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান সুবিধা দিতে।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত নির্দেশাবলী প্রদান করা হয়েছে এজিএম নোটিসে। সদস্যদের তা দেখতে অনুরোধ জানানো যায় ঃ

ক. রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার উল্লেখিত মেয়াদ ঃ

রিমোট ই-ভোটিং শুরু	**মঙ্গলবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১ (সকাল ৯.০০ ঘটিকা)**
রিমোট ই-ভোটিং শেষ	**বৃহস্পতিবার ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ (বিকাল ৫.০০ ঘটিকা)**

রিমোট ই-ভোটিং মডিউল বন্ধ করবে সিডিএসএল ভোটদান মেয়াদের পর এবং সদস্যরা উল্লেখিত তারিখ এবং সময়ের পর ভোটদান করলে তা বৈধ বিবেচিত হবে না।

খ. সদস্যদের ভোটাধিকার বিবেচিত হবে তাদের শেয়ারের প্রদেয় ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে কোম্পানির **শুক্রবার, ১০.০৯.২০২০ (কাট-অফ তারিখ)**। রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থা আরও পাওয়া যাবে সভা চলাকালীন এবং সদস্যরা সেই সদস্যরা ভোটদান করতে পারবেন, যারা আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ে ভোটদান করেননি, যদি উভয়ভাবে ভোটদান হয়ে থাকে তাহলে গননায় শুধুমাত্র ই-ভোটিং গ্রহণযোগ্য হবে।

গ. যদি কোন ব্যক্তির নাম রেজিস্টার হয় সদস্য রেজিস্টারে কাট-অফ তারিখে তাহলে তিনিই রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাবেন পূর্বে অথবা এজিএম চলাকালীন।

ঘ. যদি কোন ব্যক্তি শেয়ার নিয়ে কোম্পানির সদস্য হয়ে থাকেন নোটিস প্রেরনের পর এবং শেয়ার ধরে রাখেন কাট-অফ তারিখে, তাহলে লগ-ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য পেতে আবেদন জানান -helpdesk.evoting@cdslindia.com অথবা যোগাযোগ করুন টোল ফ্রি নাম্বারে-১৮০০২২৫৫৩৩, যা প্রদান করছে সিডিএসএল অথবা যদি কোন ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন থাকে আপনি পাবেন ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চান (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল যা পাবেন-www.evotingindia.com অধীন হেল্প বিভাগে। যদি কোন ব্যক্তি সদস্য না হয়ে থাকেন কাট-অফ তারিখে তাহলে তিনি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য এজিএম নোটিস পাবেন।

ঙ. যদি সদস্যরা রেজিস্টার না করিয়ে থাকেন ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে পাঠাতে কোম্পানির রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মেসার্স বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড,- https://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration. aspx অস্থায়ীভাবে নিজেদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার রেজিস্টার করাতে।

৪. আরও বিজ্ঞাপিত করা যায় অনুসারী ধারা ৯১ আইন এবং ধারা তার পরবর্তী সময়ে এবং ধারা ৪২ সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫, সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক কোম্পানির বন্ধ থাকবে **শনিবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২১ থেকে শুক্রবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১ (উভয় দিন সহ) ৩৫তম এজিএম-এর জন্য।**

টি স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড
হনুমানমল হিন্দুমল সিংঘি
সর্বক্ষণের পরিচালক
(DIN : 06398451)

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ৩০.০৮.২০২০

মাভেন্স বায়োটেক লিমিটেড

CIN : L17297WB1981PLC034226

রেজি. অফিস ঃ ৪, রুম নং. ৪০৭, ৪ র্থ ফ্লোর,
পারমিসিস নং. ৪, ক্লাইভ রো, কলকাতা-৭০০০০১

ই-মেলঃ investors@mavensbiotech.com, ওয়েবসাইটঃ www.mavensbiotech.com

৩৯ তম বার্ষিক সাধারন সভা, ই-ভোটিং এবং বুক ক্লোজার বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা যায় **উনচল্লিশ (৩৯ তম)** বার্ষিক সাধারন সভা (এজিএম) কোম্পানির অনুষ্ঠিত হবে **১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ (বৃহস্পতিবার) বেলা ২.০০ ঘটিকায়** আইএসটি, ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) বানিজ্যিক আলোচনায় যা উল্লেখ রয়েছে এজিএম নোটিসে। অনুসারী হিসাবে বানিজ্য বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) দ্বারা জারি সাধারণ সার্কুলার তারিখ তারিখ ৮এপ্রিল, ২০২০, ১৩এপ্রিল, ২০২০, ০৫ মে, ২০২০, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ এবং ১৩ জানুয়ারি, ২০২১ (সংযুক্তভাবে এমসিএ সার্কুলার) এবং সেবি সার্কুলার তারিখ ১২মে, ২০২০ এবং ১৫ জানুয়ারি, ২০২১ **কোম্পানি প্রেরণ করেছে ৩৯তম এজিএম নোটিস সঙ্গে বার্ষিক ফলাফল আর্থিক বছর** ২০২০-২০২১ ১৮.০৮.২০২১ তারিখে, ইলেকট্রনিক মোডে সেই সদস্যদের যাদের ই-মেল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানি বা রেজিস্টার ও ট্রান্সফার এজেন্ট এবং ডিপোসিটারিতে। এজিএম নোটিসের ফিজিক্যাল কপি প্রেরণ স্থগিত রয়েছে এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার মোতাবেক।

২. কোম্পানির বার্ষিক ফলাফল ২০২০-২০২১, ইন্টার-আলিয়া, সঙ্গে নোটিস এবং বিস্তারিত বিবরণী ৩৯তম এজিএম-এর পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.mavensbiotech.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে-www.cse-india.com। একই কপি পাওয়া যাবে সেন্ট্রাল ডিপোসিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইটে- https://www.evotingindia.com/।

৩. অনুসারী হিসাবে ধারা ১০৮ কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা, ২০১৪ সংশোধনী সময় সময়, এবং ধারা ৪৪ সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫, কোম্পানি সদস্যদের প্রদান করছে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা এজিএম চলাকালীন এবং তার পূর্বে ব্যবসায়িক আলোচনার জন্য এজিএমে এবং এই ক্ষেত্রে, কোম্পানি নিযুক্ত করেছে সিডিএসএল-কে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান সুবিধা দিতে।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত নির্দেশাবলী প্রদান করা হয়েছে এজিএম নোটিসে। সদস্যদের তা দেখতে অনুরোধ জানানো যায় ঃ

ক. রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার উল্লেখিত মেয়াদ ঃ

রিমোট ই-ভোটিং শুরু	**সোমবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১ (সকাল ৯.০০ ঘটিকা)**
রিমোট ই-ভোটিং শেষ	**বুধবার ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১ (বিকাল ৫.০০ ঘটিকা)**

রিমোট ই-ভোটিং মডিউল বন্ধ করবে সিডিএসএল ভোটদান মেয়াদের পর এবং সদস্যরা উল্লেখিত তারিখ এবং সময়ের পর ভোটদান করলে তা বৈধ বিবেচিত হবে না।

খ. সদস্যদের ভোটাধিকার বিবেচিত হবে তাদের শেয়ারের প্রদেয় ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে কোম্পানির **বৃহস্পতিবার, ০৯.০৯.২০২০ (কাট-অফ তারিখ)**। রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থা আরও পাওয়া যাবে সভা চলাকালীন এবং সদস্যরা সেই সদস্যরা ভোটদান করতে পারবেন, যারা আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ে ভোটদান করেননি, যদি উভয়ভাবে ভোটদান হয়ে থাকে তাহলে গননায় শুধুমাত্র ই-ভোটিং গ্রহণযোগ্য হবে।

গ. যদি কোন ব্যক্তির নাম রেজিস্টার হয় সদস্য রেজিস্টারে কাট-অফ তারিখে তাহলে তিনিই রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাবেন পূর্বে অথবা এজিএম চলাকালীন।

ঘ. যদি কোন ব্যক্তি শেয়ার নিয়ে কোম্পানির সদস্য হয়ে থাকেন নোটিস প্রেরনের পর এবং শেয়ার ধরে রাখেন কাট-অফ তারিখে, তাহলে লগ-ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য পেতে আবেদন জানান -helpdesk.evoting@cdslindia.com অথবা যোগাযোগ করুন টোল ফ্রি নাম্বারে-১৮০০২২৫৫৩৩, যা প্রদান করছে সিডিএসএল অথবা যদি কোন ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন থাকে আপনি পাবেন ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চান (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল যা পাবেন-www.evotingindia.com অধীন হেল্প বিভাগে। যদি কোন ব্যক্তি সদস্য না হয়ে থাকেন কাট-অফ তারিখে তাহলে তিনি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য এজিএম নোটিস পাবেন।

৪. আরও বিজ্ঞাপিত করা যায় অনুসারী ধারা ৯১ আইন এবং ধারা তার পরবর্তী সময়ে এবং ধারা ৪২ সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫, সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক কোম্পানির বন্ধ থাকবে **শুক্রবার, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ থেকে বৃহস্পতিবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ (উভয় দিন সহ) ৩৯তম এজিএম-এর জন্য।**

মাভেন্স বায়োটেক লিমিটেড
কুলদীপ দোশী
সর্বক্ষণের পরিচালক
(DIN : 07116760)

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ৩০.০৮.২০২০

গোল্ডেন ক্রিস্ট এডুকেশান অ্যান্ড সার্ভিসেস লি.

CIN : L51109WB1982PLC035565

রেজি. অফিস ঃ রুম নং. ২, ২য় ফ্লোর, ৬২এ,
ড. মেঘনাদ সাহা সরণী, সার্দান এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯

ই-মেলঃ info@goldencrest.in, ওয়েবসাইটঃ www.goldencrest.in

৩৮ তম বার্ষিক সাধারন সভা, ই-ভোটিং এবং বুক ক্লোজার বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা যায় **আটত্রিশ (৩৮ তম)** বার্ষিক সাধারন সভা (এজিএম) কোম্পানির অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১ বেলা ২.০০ ঘটিকায় আইএসটি, ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) বানিজ্যিক আলোচনায় যা উল্লেখ রয়েছে এজিএম নোটিসে। অনুসারী হিসাবে বানিজ্য বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) দ্বারা জারি সাধারণ সার্কুলার তারিখ তারিখ ৮এপ্রিল, ২০২০, ১৩এপ্রিল, ২০২০, ০৫ মে, ২০২০, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ এবং ১৩ জানুয়ারি, ২০২১ (সংযুক্তভাবে এমসিএ সার্কুলার) এবং সেবি সার্কুলার তারিখ ১২মে, ২০২০ এবং ১৫ জানুয়ারি, ২০২১ **কোম্পানি প্রেরণ করেছে ৩৮তম এজিএম নোটিস সঙ্গে বার্ষিক ফলাফল আর্থিক বছর** ২০২০-২০২১ ১৮.০৮.২০২১ তারিখে, ইলেকট্রনিক মোডে সেই সদস্যদের যাদের ই-মেল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানি বা রেজিস্টার ও ট্রান্সফার এজেন্ট এবং ডিপোসিটারিতে। এজিএম নোটিসের ফিজিক্যাল কপি প্রেরণ স্থগিত রয়েছে এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার মোতাবেক।

২. কোম্পানির বার্ষিক ফলাফল ২০২০-২০২১, ইন্টার-আলিয়া, সঙ্গে নোটিস এবং বিস্তারিত বিবরণী ৩৭তম এজিএম-এর পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে- www.goldencrest.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে-www.bseindia.com & www.cse-india.com.। একই কপি পাওয়া যাবে সেন্ট্রাল ডিপোসিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইটে- https://www.evotingindia.com/।

৩. অনুসারী হিসাবে ধারা ১০৮ কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা, ২০১৪ সংশোধনী সময় সময়, এবং ধারা ৪৪ সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫, কোম্পানি সদস্যদের প্রদান করছে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা এজিএম চলাকালীন এবং তার পূর্বে ব্যবসায়িক আলোচনার জন্য এজিএমে এবং এই ক্ষেত্রে, কোম্পানি নিযুক্ত করেছে সিডিএসএল-কে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান সুবিধা দিতে।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত নির্দেশাবলী প্রদান করা হয়েছে এজিএম নোটিসে। সদস্যদের তা দেখতে অনুরোধ জানানো যায় ঃ

ক. রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার উল্লেখিত মেয়াদ ঃ

রিমোট ই-ভোটিং শুরু	**মঙ্গলবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১ (সকাল ৯.০০ ঘটিকা)**
রিমোট ই-ভোটিং শেষ	**বৃহস্পতিবার ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ (বিকাল ৫.০০ ঘটিকা)**

রিমোট ই-ভোটিং মডিউল বন্ধ করবে সিডিএসএল ভোটদান মেয়াদের পর এবং সদস্যরা উল্লেখিত তারিখ এবং সময়ের পর ভোটদান করলে তা বৈধ বিবেচিত হবে না।

খ. সদস্যদের ভোটাধিকার বিবেচিত হবে তাদের শেয়ারের প্রদেয় ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে কোম্পানির **শুক্রবার, ১০.০৯.২০২১ (কাট-অফ তারিখ)**। রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থা আরও পাওয়া যাবে সভা চলাকালীন এবং সদস্যরা সেই সদস্যরা ভোটদান করতে পারবেন, যারা আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ে ভোটদান করেননি, যদি উভয়ভাবে ভোটদান হয়ে থাকে তাহলে গননায় শুধুমাত্র ই-ভোটিং গ্রহণযোগ্য হবে।

গ. যদি কোন ব্যক্তির নাম রেজিস্টার হয় সদস্য রেজিস্টারে কাট-অফ তারিখে তাহলে তিনিই রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাবেন পূর্বে অথবা এজিএম চলাকালীন।

ঘ. যদি কোন ব্যক্তি শেয়ার নিয়ে কোম্পানির সদস্য হয়ে থাকেন নোটিস প্রেরনের পর এবং শেয়ার ধরে রাখেন কাট-অফ তারিখে, তাহলে লগ-ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য পেতে আবেদন জানান -helpdesk.evoting@cdslindia.com অথবা যোগাযোগ করুন টোল ফ্রি নাম্বারে-১৮০০২২৫৫৩৩, যা প্রদান করছে সিডিএসএল অথবা যদি কোন ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন থাকে আপনি পাবেন ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চান (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল যা পাবেন-www.evotingindia.com অধীন হেল্প বিভাগে। যদি কোন ব্যক্তি সদস্য না হয়ে থাকেন কাট-অফ তারিখে তাহলে তিনি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য এজিএম নোটিস পাবেন।

৪. আরও বিজ্ঞাপিত করা যায় অনুসারী ধারা ৯১ আইন এবং ধারা তার পরবর্তী সময়ে এবং ধারা ৪২ সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫, সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক কোম্পানির বন্ধ থাকবে **শনিবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২১ থেকে শুক্রবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১ (উভয় দিন সহ) ৩৮তম এজিএম-এর জন্য।**

গোল্ডেন ক্রিস্ট এডুকেশান অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড
যোগেশ লামা
সর্বক্ষণের পরিচালক
(DIN : 07799934)

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ৩০.০৮.২০২১

শ্রী তুলসী অনলাইন.কম লিমিটেড

CIN : L99999WB1982PLC035576

রেজি. অফিস ঃ ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১

ই-মেলঃ investors@shreetulsionline.com,

ওয়েবসাইটঃ www.shreetulsionline.com

৩৯ তম বার্ষিক সাধারন সভা, ই-ভোটিং এবং বুক ক্লোজার বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা যায় **উনচল্লিশ (৩৯ তম)** বার্ষিক সাধারন সভা (এজিএম) কোম্পানির অনুষ্ঠিত হবে **১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ বৃহস্পতিবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায়** আইএসটি, ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) বানিজ্যিক আলোচনায় যা উল্লেখ রয়েছে এজিএম নোটিসে। অনুসারী হিসাবে বানিজ্য বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) দ্বারা জারি সাধারণ সার্কুলার তারিখ তারিখ ৮এপ্রিল, ২০২০, ১৩এপ্রিল, ২০২০, ০৫ মে, ২০২০, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ এবং ১৩ জানুয়ারি, ২০২১ (সংযুক্তভাবে এমসিএ সার্কুলার) এবং সেবি সার্কুলার তারিখ ১২মে, ২০২০ এবং ১৫ জানুয়ারি, ২০২১ **কোম্পানি প্রেরণ করেছে ৩৯তম এজিএম নোটিস সঙ্গে বার্ষিক ফলাফল আর্থিক বছর** ২০২০-২০২১ ১৮.০৮.২০২১ তারিখে, ইলেকট্রনিক মোডে সেই সদস্যদের যাদের ই-মেল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানি বা রেজিস্টার ও ট্রান্সফার এজেন্ট এবং ডিপোসিটারিতে। এজিএম নোটিসের ফিজিক্যাল কপি প্রেরণ স্থগিত রয়েছে এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার মোতাবেক।

২. কোম্পানির বার্ষিক ফলাফল ২০১৯-২০২০, অন্টার-আলিয়া, সঙ্গে নোটিস এবং বিস্তারিত বিবরণী ৩৯তম এজিএম-এর পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে- www.shreetulsionline.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে- www.cse-india.com বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ-www.bseindia.com, মেট্রোপলিটন স্টক এক্সচেঞ্জ- www.msei.in. একই কপি পাওয়া যাবে সেন্ট্রাল ডিপোসিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইটে- https://www.evotingindia.com/।

৩. অনুসারী হিসাবে ধারা ১০৮ কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা, ২০১৪ সংশোধনী সময় সময়, এবং ধারা ৪৪ সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫, কোম্পানি সদস্যদের প্রদান করছে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা এজিএম চলাকালীন এবং তার পূর্বে ব্যবসায়িক আলোচনার জন্য এজিএমে এবং এই ক্ষেত্রে, কোম্পানি নিযুক্ত করেছে সিডিএসএল-কে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান সুবিধা দিতে।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত নির্দেশাবলী প্রদান করা হয়েছে এজিএম নোটিসে। সদস্যদের তা দেখতে অনুরোধ জানানো যায় ঃ

ক. রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার উল্লেখিত মেয়াদ ঃ

রিমোট ই-ভোটিং শুরু	**সোমবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১ (সকাল ৯.০০ ঘটিকা)**
রিমোট ই-ভোটিং শেষ	**বুধবার ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১ (বিকাল ৫.০০ ঘটিকা)**

রিমোট ই-ভোটিং মডিউল বন্ধ করবে সিডিএসএল ভোটদান মেয়াদের পর এবং সদস্যরা উল্লেখিত তারিখ এবং সময়ের পর ভোটদান করলে তা বৈধ বিবেচিত হবে না।

খ. সদস্যদের ভোটাধিকার বিবেচিত হবে তাদের শেয়ারের প্রদেয় ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে কোম্পানির **বৃহস্পতিবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ (কাট-অফ তারিখ)**। রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থা আরও পাওয়া যাবে সভা চলাকালীন এবং সদস্যরা সেই সদস্যরা ভোটদান করতে পারবেন, যারা আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ে ভোটদান করেননি, যদি উভয়ভাবে ভোটদান হয়ে থাকে তাহলে গননায় শুধুমাত্র ই-ভোটিং গ্রহণযোগ্য হবে।

গ. যদি কোন ব্যক্তির নাম রেজিস্টার হয় সদস্য রেজিস্টারে কাট-অফ তারিখে তাহলে তিনিই রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাবেন পূর্বে অথবা এজিএম চলাকালীন।

ঘ. যদি কোন ব্যক্তি শেয়ার নিয়ে কোম্পানির সদস্য হয়ে থাকেন নোটিস প্রেরনের পর এবং শেয়ার ধরে রাখেন কাট-অফ তারিখে, তাহলে লগ-ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য পেতে আবেদন জানান -helpdesk.evoting@cdslindia.com অথবা যোগাযোগ করুন টোল ফ্রি নাম্বারে-১৮০০২২৫৫৩৩, যা প্রদান করছে সিডিএসএল অথবা যদি কোন ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন থাকে আপনি পাবেন ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চান (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল যা পাবেন-www.evotingindia.com অধীন হেল্প বিভাগে। যদি কোন ব্যক্তি সদস্য না হয়ে থাকেন কাট-অফ তারিখে তাহলে তিনি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য এজিএম নোটিস পাবেন।

৪. আরও বিজ্ঞাপিত করা যায় অনুসারী ধারা ৯১ আইন এবং ধারা তার পরবর্তী সময়ে এবং ধারা ৪২ সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫, সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক কোম্পানির বন্ধ থাকবে **শুক্রবার, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ থেকে বৃহস্পতিবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ (উভয় দিন সহ) ৩৯তম এজিএম-এর জন্য।**

শ্রী তুলসী অনলাইন.কম লিমিটেড
বিনোদ কুমার বোথরা
সর্বক্ষণের পরিচালক
(DIN : 00780848)

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ৩০.০৮.২০২০